সংবাদ

তারিখ 02 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

এসএসসিতে ফল বিভ্রাট

দায়ীদের বরখাস্ত ও বেতন বন্ধ হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এসএসসিতে 'হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ের উত্তরপত্র ভুলভাবে মূল্যায়নের ঘটনায় বরিশাল বোর্ডের জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এদের বরখাস্ত ও বেতন বন্ধ করা হবে বলেও জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

সচিবালয়ে গতকাল নিজ দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। এ ঘটনায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের সচিবকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি করা হয়, যার প্রতিবেদন ইতোমধ্যে হাতে পেয়েছেন বলেও জানান মন্ত্রী।

রিপোর্টটির গভীরে গিয়ে অনেকগুলো কাজ করতে হবে– মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিছু ব্যবস্থা আমরা নিজেরা অবশ্যই নিতে পারব। সাসপেন্ড করব, বেতন বন্ধ করব, তারপরে চূড়ান্ত বিচারে চাকরি থাকবে কি থাকবে না তাও ঠিক করা হবে। আমরা চিহ্নিত করতে পারব কাদের কারণে এ সমস্যাটা হয়েছে।'

যারা এ ধরনের ভুল করেছেন তারা রেহাই পাবেন না মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'এর বাইরে আরও কিছু করণীয় আছে কিনা, কোন ক্রিমিনাল প্রশ্ন আসে কিনা সে বিষয়ে আমরা আদালতের সাহায্য নেব।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমি দায়িত্বশীল অন্যদের নিয়ে বসে তাদের ব্যাপারে কতগুলো বিষয়ে পদক্ষেপ নেব। এখান থেকে আমরা শিক্ষাও নেব, অন্যরাও শিক্ষা নেবে।'

বরিশাল বোর্ডে 'হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় দুই প্রধান পরীক্ষক 'খ' সেট প্রশ্নের মূল্যায়ন করেন 'গ' সেটের উত্তরপত্রের মাধ্যমে আর 'গ' সেটের মূল্যায়ন করেন 'খ' সেটের উত্তরপত্রের মাধ্যমে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এরজন্য দায়ী হবেন পরীক্ষার খাতার সঙ্গে ফল মেলানোর জন্য যারা শিট দিয়েছেন তারা। অমনযোগী ছিলেন অথবা ভুল করেছেন অথবা তারা দায়সারা কাজ করেছেন। ভুলভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ঘটনায় সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোনো সমস্যা আছে কিনা এবং আগে থেকে প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি ছিল কিনা তা যাচাই করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

গত ১১ মে প্রকাশিত এসএসসির ফল প্রকাশ হয়। এবার বরিশাল বোর্ড থেকে হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১০ হাজার ৪৯২ জন পরীক্ষা দেয়। এদের মধ্যে পাঁচ হাজার ৮০৯ জন ফল পুনর্বিবেচনা ও যাচাইয়ের আবেদন করে। গত ১৪ মে

এসএসসিতে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

এসএসসিতে : ফল

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সংশোধিত ফলাফলে এক হাজার ৯৯৪ জন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়। এদের মধ্যে ফেল থেকে পাস করে এক হাজার ১৪১ জন, ৭৯ জন নতুন করে জিপিএ-৫ পান।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ফেল করার খবর শুনে আত্মহত্যা করে সর্বজিৎ ঘোষ নামের এক শিক্ষার্থী কিন্তু সে সংশোধিত ফলাফলে পাস করে।

সর্বজিৎ ঘোষ জিপিএ পয়েন্ট ৪ দশমিক ৬৭ পেয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এ আত্মহত্যায় ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই মর্মাহত। যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব। তাদের অবশ্যই শাস্তি দেব। আইনানুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে।' ভুল সিদ্ধান্তের জন্য শিক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খাতা পুনর্মূল্যায়ন করে ফলাফল দেয়া হয় বলে জানান মন্ত্রী।

প্রায়ই বিভিন্ন বোর্ডে ফলের ভুল মূল্যায়ন হচ্ছে কেন– এমন প্রশ্নের বিষয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'পরীক্ষা কেন্দ্রে যিনি প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন এটা তার দায়িত্ব যে বিষয়ের পরীক্ষা সে প্রশ্নপত্র, যে সেট দেয়ার কথা তা বিতরণ করা হচ্ছে কিনা। এটা তাদের অমনোযোগিতা, অসাবধানতা, ভুল বলতে হবে। এর খেসারত দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। আমরা এটা কখনো মেনে নিতে পারি না। যখনই এ বিষয়ে অভিযোগ আসে আমরা ব্যবস্থা নিই।'

সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল শিক্ষার মান নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থী সাধারণ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না- এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমি ওই রিপোর্টটি দেখিনি, আমি শুনেছি। বলেছি পুরো তথ্যটি নিয়ে এসে আমাদের দেখা দরকার ঘটনাটা কি ঘটেছিল, কি করা উচিত। এ ধরনের বিষয় অবশ্যই আমরা তদন্ত করব, সেখানে মান যাচাইও করতে পারব।'

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে সংসদ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে গতকাল রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পুরো রায়টা পেলে তখন দেখব কী করা যায়। হাইকোর্টের রায় মানতে আমরা বাধ্য।'